সংবাদ

তারিখ ... 21 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১ ...

রাবির সিনেট অবিলম্বে কার্যকর করুন

এক যুগ ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) সিনেটের অধিবেশন বসেনি। গত বুধবার প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে এ কথা জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী সর্বশেষ সিনেট অধিবেশনে বসেছিল ২০০১ সালের জুনের শেষের দিকে। ১০৪ সদস্যের সিনেটের ১২টি পদ শূন্য হয়ে আছে। ছাত্র প্রতিনিধির পদ খালি আছে পাঁচটি। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট পদে নির্বাচন হয় না প্রায় দেড় যুগ ধরে। ২০০১ সালে একবার এই পদে নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচন আর হয়নি। সিনেটের অধিবেশন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও রাজনৈতিক সরকারগুলো নানাভাবে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটকে অকার্যকর করে রাখা। কি বিএনপি-জামায়াত সরকার, কি মহাজোট সরকার উভয়ের মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষণীয়। সিনেটকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে এক সরকারের 'সাফল্য' আরেক সরকার 'নিষ্ঠার' সঙ্গে অনুসরণ করে। তাদের 'সাফল্যের' ধারাবাহিকতায় সবাই ভুলতে বসে যে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট বলতে একটা কিছু আছে, সেই সিনেটের কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য নির্বাচন, বাজেট অনুমোদন, নতুন বিভাগ খোলা প্রভৃতি সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা সিনেটের সভায়। প্রতি বছর অন্তত একবার সিনেট অধিবেশন হওয়ার নিয়ম রয়েছে। আইন আছে কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন নেই।

রাবিতে সিনেট অধিবেশন ছাড়া সিন্ডিকেটে বেআইনিভাবে বাজেট অনুমোদন করা হচ্ছে। সেখানে উপাচার্য নিয়োগ দেয় সরকার। সিন্ডিকেট অধিবেশন না হওয়ায় নতুন কোন কোর্স চালু করা যাচ্ছে না।

সিনেট হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী ফোরামের সর্বোচ্চ স্তর। সেখানে ছাত্র-শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই সিনেটের ধারণার উদ্ভব। এক যুগ ধরে যদি সিনেট অকার্যকর থাকে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

আইন অনুযায়ী অধিবেশন না হলে এই সিনেট থাকারই বা কী দরকার? এক যুগ ধরে একটি নিয়ম মানা হচ্ছে না, সেটা দেখারও কেউ নেই।

আমরা চাই, রাবিসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট কার্যকর হোক। সিনেটের নিয়মিত অধিবেশন থেকে উপাচার্য নির্বাচন বা বাজেট অনুমোদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হোক। সেটা হলে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে প্রতি বছর বিতর্ক হবে না। সিনেটকে কার্যকর করার জন্য এর শূন্য পদ দ্রুত বিধি মোতাবেক পূরণ করতে হবে। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট পদে অবিলম্বে নির্বাচন করতে হবে। সিনেট ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করতে হবে। আশা করি উপাচার্য মহোদয় এ বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ নেবেন। গোটা বিষয়ে সরকার কোন ধরনের কর্তৃত্ব দেখাবে না-এটা আমাদের প্রত্যাশা।